আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: "জিন-২"

মানুষের মতোই জিন আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষের মৃত্যুর পর যেমন বিচার হবে। জিনদের মৃত্যুর পর বিচার হবে। পরিণামে উভয় জাতির জন্যই রয়েছে জান্নাত অথবা জাহান্নাম।আল্লাহ মানুষকে মাটি থেকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। পবিত্র কোরআনে সূরা আজ জারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন:
"আমরা জীন ও ইনসানকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদাত করবে।"

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আহকাফ ৪৬:১৮,১৯

১. যাদের আগে যে জীন ও মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে তাদের মত যাদের প্রতিও আল্লাহর বাণী সত্য হয়েছে। নিশ্চয়ই এরা হবে ক্ষতিগ্রস্থ।

এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল আহকাফ ৪৬:১৮)

প্রত্যেকের মর্যাদা তার কাজ অনুযায়ী; এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবেনা। (সূরা আল আহকাফ ৪৬:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আহকাফ ৪৬:২৯

২. স্মরণ করো, আমরা একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। তারা কুরআন শুনছিল।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগলঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (সূরা আল আহকাফ ৪৬:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬

৩.আমরা জীন ও ইনসানকে এজন্যেই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদাত করবে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:৩৩

৪. আমরা জিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমরা যদি মহাকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, তবে অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না আমার সনদ ছাড়া।

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾

হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবেনা আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। (সূরা আর রহমান ৫৫:৩৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল জিন :৭২:১ থেকে ১৫

৫. হে নবী! বলো: আমার কাছে ওহী করা হয়েছে যে, একদল জীন মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে। তারপর তারা বলেছে (তাদের সম্প্রদায়ের কাছে): আমরা শুনে এসেছি এক বিস্ময়কর কুরআন, সেটি হেদায়েত করে সঠিক পথের দিকে। তাই আমরা ইহার প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকেও শরীক করব না।

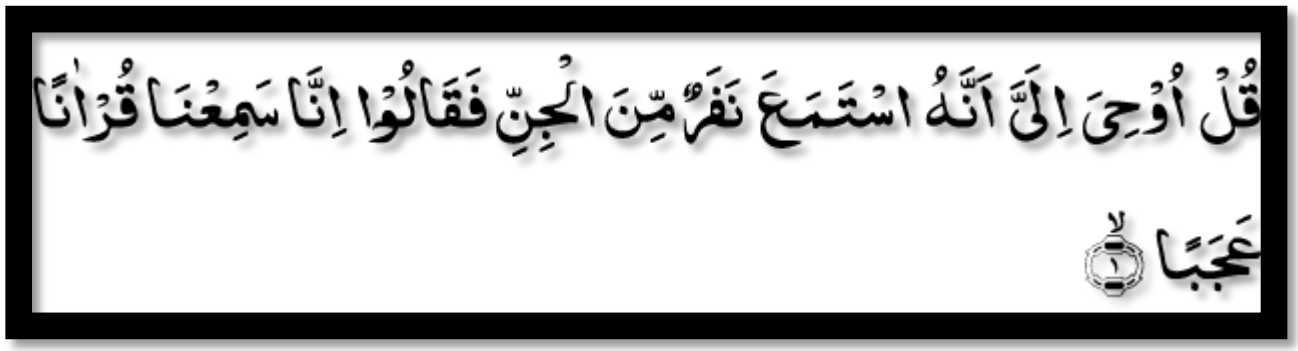

বলঃ আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। (সূরা আল জিন ৭২:১)

যা সঠিক পথ নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কোন শরীক স্থির করবনা। (সূরা আল জিন ৭২:২)

এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান। (সূরা আল জিন ৭২:৩)

এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত। (সূরা আল জিন ৭২:৪)

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾

অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন, আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করবেনা। (সূরা আল জিন ৭২:৫)

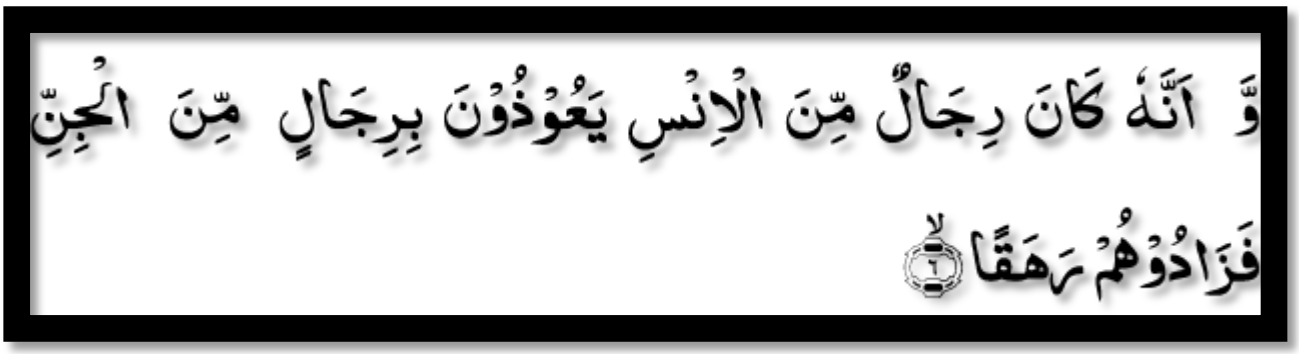
وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾

আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (সূরা আল জিন ৭২:৬)

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾

আর জিনরা বলেছিলঃ তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেহকেও পুনরুত্থিত করবেন না। (সূরা আল জিন ৭২:৭)

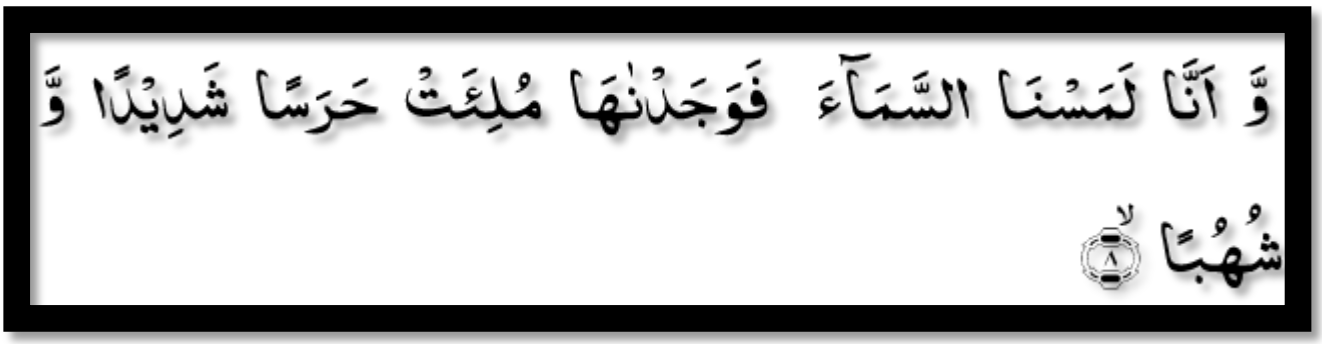
وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۙ﴿۸﴾

এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কা পিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (সূরা আল জিন ৭২:৮)

وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ
يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾

আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়। (সূরা আল জিন ৭২:৯)

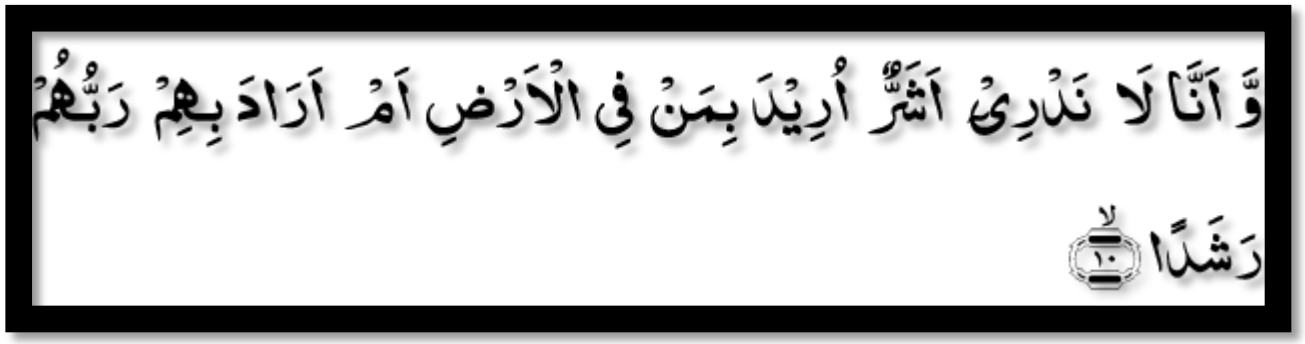
وَّ اَنَّا لَا نَدْرِیْۤ اَشَرٌّ اُرِیْدَ بِمَنْ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾

আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন। (সূরা আল জিন ৭২:১০)

وَّ اَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ﴿۱۱﴾

এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী; (সূরা আল জিন ৭২:১১)

وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَ لَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ﴿۱۲﴾

এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবনা এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবনা। (সূরা আল জিন ৭২:১২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ
بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾

আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবেনা। (সূরা আল জিন ৭২:১৩)

وَّ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَ مِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾

আমাদের কতক আত্মসমপর্ণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। (সূরা আল জিন ৭২:১৪)

وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾

অপর পক্ষে সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন। (সূরা আল জিন ৭২:১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:১১৯

৬. আমি অবশ্যই জীন ও ইনসানকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব" তোমার প্রভুর ঘোষণা পূরণ হবেই।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানব সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ ১১:১১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস সাজদা ৩২:১৩

৭. আমি অবশ্যই পরিপূর্ণ করবো জাহান্নামকে জীন মানুষ উভয়কে দিয়ে।

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা আস সাজদা ৩২:১৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস সাফফাত ৩৭:১৫৮

৮. তারা আল্লাহ ও জীনদের মাঝেও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করে। অথচ জিনরা জানে তাদেরকে হাজির করা হবে বিচারের জন্যে।

আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে; অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য। (সূরা আস সাফফাত ৩৭:১৫৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আন নাস ১১৪:১ থেকে ৬

৯. সে জিন হোক আর মানুষ।

বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের, (সূরা আন নাস ১১৪:১)

যিনি মানবমন্ডলীর বাদশাহ বা অধিপতি। (সূরা আন নাস ১১৪:২)

যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য। (সূরা আন নাস ১১৪:৩)

আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতার অনিষ্টতা হতে। (সূরা আন নাস ১১৪:৪)

যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (সূরা আন নাস ১১৪:৫)

জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে। (সূরা আন নাস ১১৪:৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:২৭

১০. আর তাদের (মানুষের) আগে আমরা জিনদের সৃষ্টি করেছি শিখাযুক্ত আগুন থেকে।

এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে। (সূরা আল হিজর ১৫:২৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:১৫

১১. আর সৃষ্টি করেছেন জিনকে ধুমবিহীন আগুনের শিখা থেকে।

আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে। (সূরা আর রাহমান ৫৫:১৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:৩৯

১২. সেদিন কোনো মানুষকে তার পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না, কোনো জিনকেও নয়। (অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখেই)

সেদিন মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবেনা, আর না জিনকে। (সূরা আর রাহমান ৫৫:৩৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:৫৬

১৩. সেগুলোতে (জান্নাতে) থাকবে অন্তঃদৃষ্টি হুর, পূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ কিংবা জীন।

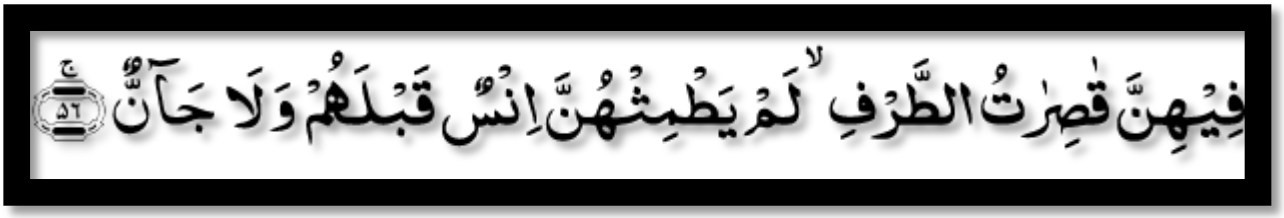

সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।
(সূরা আর রাহমান ৫৫:৫৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:৭৪

১৪. পূর্বে তাদের (হুরদের) স্পর্শ করেনি কোনো মানুষ কিংবা জীন।

তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (সূরা আর রাহমান ৫৫:৭৪)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আল্লাহকে এবং বিচারের দিনের আযাবকে ভয় করি। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদের অতীতের পাপকাজের। এবং ফিরে আসি সঠিক পথে। আমরা আশা রাখি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন এবং তওবা কবুল করবেন। এবং তার বিশেষ রহমতে আমাদেরকে সঠিক সিরাতুল মুস্তাকীমে পরিচালিত করবে। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/